রাহুল গান্ধীকে ধন্যবাদ

ভারতের ভবিষ্যত নেতা ও বর্তমান যুব প্রজন্মের ব্যাক্তিত্ব প্রয়াত রাজীব গান্ধীর পুত্র রাহুল গান্ধীকে এখনও রাজনীতিবিদ হিসেবে যথেষ্ঠ মূল্যায়নের সময় হয় নি। সদ্যগত এপ্রিল মাসে উত্তর প্রদেশে তার মন্তব্য "গান্ধী পরিবারই পাকিস্তান ভেঙেছে" প্রকৃতপক্ষে পরম সত্য কথাটাই তার মুখ দিয়ে বেড়িয়ে পড়েছে। কুলদীপ নায়ার সহ যত যাদরেল ব্যাক্তিত্ব যতই রাহুল গান্ধীর বক্তব্য কে অসার করার বা মূল্যহীন করার চেষ্টা করুক না কেন তা হবে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার নামান্তর। আসলে এটা স্রেফ তারুণ্যের গরম রক্ত বা নিছক আবেগের বশে নয় বরং রাহুল গান্ধী এই পরম সত্যিটাকে আটকে রাখতে পারেন নি। এই বিষয়ে যথেষ্ঠ সমালোচিত হলেও রাহুল গান্ধী (আমি যতদূর জানি) এখন পর্যন্ত তার উক্ত বক্তব্য প্রত্যাহার করেন নি এবং এ নিয়ে পুনরায় আলোচনাও করেন নি। এর দ্বারা একটা সত্যই বেড়িয়ে আসে যে সে যা বলেছে তা মোটেই ভুল নয়। আমি দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করি সে বংশানুক্রমে প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী হতে তার পিতা-মাতার মাধ্যমে এ সত্য টি সম্পর্কে অবগত হয়েছে। এই সত্যটি বলতে একটা জিনিস প্রকাশ্য দিবালোকের মতন পরিস্কার আমরা এই অঞ্চলের বাঙালীরা আমাদের জীবনের বিনিময়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ কে স্বাধীন করার উদগ্রীব ও মুক্তিযুদ্ধরত ছিলাম ঠিক একই ভাবে ভারত বাংলাদেশ কে স্বাধীন করা নয় বরং পাকিস্তান ভাঙার মোক্ষম সুযোগ হাত ছাড়া করে নি। স্বাধীনতা উত্তর পরবর্তী কয়েক বছরে ভারতের কেউ এ বিষয়ে মুখ না খুললেও ভারতের বিভিন্ন বিমাতা সুলভ আচরণে ফারাক্কা বাঁধ, সন্ত্রাসী শান্তিবাহিনী কে লেলিয়ে দিয়ে তার মুখোশ উন্মোচিত করে আসল রূপ দেখায়। আমাদের পরম দূর্ভাগ্য মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের নামধারী কিছু তাবেদার শ্রেণীর ব্যাক্তিবর্গ কিছুতেই মানতে চায়না যে ভারত তার মতলব হাসিলের জন্যই বাংলাদেশ কে স্বাধীন করেছিল। বিগত ৩৬ বছর ধরে তারা ভারতের অন্ধ প্রেমে বিভোর। রাহুল গান্ধীর মন্তব্য তাদের কে চপটাঘাত করার মতোই। তবে রাহুল গান্ধী কে এ কথা মনে রাখতে হবে যে সে বা তার ভারত পাকিস্তান ভাঙার উদ্দেশ্যে বাঙালী মুক্তিযোদ্ধাদের কে সাহায্য করলেও, তাদের পরিবারের ইচছাতেই পাকিস্তান ভেঙেছে বা বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে তা সত্যের অপলাপ মাত্র। বস্তুত পাকিস্তানী তথা তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানী শাসক বর্গের বৈষম্য, অবিশ্বাস, হিংসা ইত্যাদি বৈরী আচরণের জন্য এ অঞ্চলের বাঙালীরা বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়ে। সেই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন দিয়ে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের ভিত রচিত হয়। যেখানে গান্ধী পরিবার তো দুরে থাক পৃথিবীর কোন পক্ষেরই বিন্দুমাত্র সাহায্য সহযোগিতা ছাড়া আমাদের অনেকের জীবন ও রক্তের বিনিময়ে প্রাণ প্রিয় বাংলা ভাষাকে তৎকালীন উর্দূর সাথে সমান রাষ্ট্রীয় মর্যাদার ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলাম। তাইতো ২১ শে ফেব্রুয়ারী আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্থান পেয়েছে। বস্তুত লক্ষ লক্ষ বাঙালী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের জীবন দান, আহত হওয়ার বিনিময়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কে একেবারেই দূর্বল করে দেওয়া গেছে। ভারত মুক্তিযুদ্ধের সাড়ে ৮ মাস আমাদের কে অস্ত্র, সমরসজ্জা দিলেও আসল কর্মটা আমাদের জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তানেরাই করেছে। শেষমেষ পাকিস্তান ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১ এ ভারতে সরাসরি আক্রমণ না করলে ভারত কখনই বাংলাদেশে তার ইষ্টার্ণ কমান্ড কে ব্যাবহার করত না। আর পাকিস্তানী সৈন্যদের তথা পাক হানাদার বাহিনীর ৯৩ হাজার সদস্যগণের পরম সৌভাগ্য যে তারা মুক্তিযোদ্ধাদের বদলে ভারতীয় ইষ্টার্ন কমান্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করে, যদি মুক্তিযোদ্ধারা ঐ ৯৩ হাজার পাক সৈন্যের নাগাল পেত তাহলে পাকিস্তানের ৯৩ হাজারের সব্বাই স্রেফ কচুকাটা হত। পাকিস্তান কে আত্মসমর্পণ করানোর এরচেয়ে মোক্ষম সুযোগ ভারতের আর নাও আসতে পারে তাই ভারত ভুল করে নি। সে যাই হৌক স্বাধীনতার পর হতে আজ পর্যন্ত ভারতের বাংলাদেশের সাথে বৈরী আচরণ প্রমাণ করে যে ভারত নিজের স্বার্থ ছাড়া বাংলাদেশের কোন লাভ হৌক সেটা তার চায়না। এর অন্যতম প্রমাণ যে তার আসল প্রতিদ্বন্দী চীন কে ভারতে বিনিয়োগের সুযোগ দিলেও বাংলাদেশের ব্যাবসায়ী বা কারো ভারতে বিনিয়োগ নিষিদ্ধ। এ রকম বহু বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের সাথে অন্যায় আচরণ করেই চলেছে। কিন্তু আবারও বলতে হয় যে কিছু ব্যাক্তি ও দলের তাবেদারী মনোভাবের কারণে বাংলাদেশ ভারত হতে তার ন্যায্য বিষয়াদির সুষ্ঠ সুরাহা করতে পারছে

না। যেমন ১৯৯৬ সালে স্বাক্ষরকৃত ৩০ বছরের ফারাক্কা চুক্তি। আজ প্রায় ১১ বছরে বাংলাদেশ শুষ্ক মৌসুমে তার প্রাপ্য পানি পায় না। এমন কি চুক্তির পূর্বে যেখানে অন্তত ২৪-২৭ হাজার কিউসেক পানি হার্ডিঞ্জ ব্রিজ পয়েন্টে থাকত তা বর্তমানে ১৫-১৮ হাজার কিউসেক পানি থাকে, অথচ চুক্তি অনুযায়ী ৩৫ হাজার কিউসেক পানি থাকার কথা। ঐ ১৯৯৬ সালে বিএনপি, জামাত, জাপা সবাই দ্বাবী করেছিল যে চুক্তিতে গ্যারান্টি ক্লজ অন্তর্ভূক্ত করার জন্য। কিন্তু তাবেদারী মনোভাব থাকলে সেটা কি সম্ভব? খোদ ভারতের অনেকেই বলছে যে এই চুক্তিতে বাংলাদেশের কোনই ফায়দা হবে না। আমাদের পরম দূর্ভাগ্য যে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষটি এখনও গলাবাজি করে যে তারা নাকি সফল পানি চুক্তি করেছে। আসলে ভারত বাংলাদেশ কে ঠকাচ্ছে তা আওয়ামিলীগ ও শেখ হাসিনা কোনদিনও মুখ ফুটে বলবে না। রাহুল গান্ধীর পরম সত্য মন্তব্যে প্রকৃত বাংলাদেশ প্রেমিক বা যারা বাংলাদেশ কে সত্যিকার অর্থে ভালবাসে তারা যেন ভারত হতে আমাদের বাংলাদেশের ন্যায্য বিষয়গুলির সুষ্ঠ সমাধানের জন্য দেশের সাধারণ মানুষ কে সচেতন করে। কারণ ভারত কোন কালেও ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগ আন্তরিক ভাবে মেনে নেয় নি এবং ভবিষ্যতেও মানবে কিনা তা প্রায় সম্পূর্ণই অনিশ্চিত। কথায় বলে বৃক্ষ তোমার পরিচয় কি? রাহুল গান্ধীর মন্তব্য কে মোটেও হাল্কা ভাবার কারণ নেই। কারণ সত্য কোনদিন চাপা থাকে না। আবারও বলছি যেকোন কারণেই হৌক রাহুল গান্ধী পরম সত্য কথা বলেছে। বাংলাদেশের অস্তিত্ব ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বার্থে ভারতের সাথে ভারসাম্য পূর্ণ সম্পর্কের কোন বিকল্প নাই। এ ক্ষেত্রে ভারতের কর্তব্যই বেশী। সে জন্য আমাদের কে দেশ প্রেমের চেতনায় বাংলাদেশের লাভের বিষয়াদি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। নতুবা ১৯৯৬ সালের মত ভারসাম্যহীন, অসম পানি চুক্তির মতন বাংলাদেশের ক্ষতিকারক অন্য কোন বিষয়ের চুক্তি স্বাক্ষর হলে পরে আফসোস করে কোন কাজ হবে না।

সবাই কে ধন্যবাদ,

মোঃ মোস্তফা কামাল,
ঢাকা, ৭ ই মে ২০০৭ ইং।